ভারতবর্ষের কোনও একটি রনাঙ্গনে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার্থে প্রাণের আহুতি দিলেন, শহীদ হলেন এক যোদ্ধা। সেই মুহূর্তেই সেই যজ্ঞাগ্নি থেকেই উদ্ভূতা হলেন আরেক যোদ্ধা। - তিনি সেই শহীদের স্ত্রী। তাঁর লড়াইএর জায়গাটি কোনও রণভূমিকেন্দ্রিক নয়। তার বিস্তৃতি অনেক বেশী। তাঁর লড়াইও ভিন্নধর্মী। সে লড়াই আত্মসম্মান রক্ষার লড়াই। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য রক্ষার লড়াই। একা পথ চলা শুরু করে যূথবদ্ধ হওয়ার লড়াই। যুদ্ধের বাতাবরণ সরিয়ে শান্তি আনার লড়াই। লড়াই এর বিরুদ্ধে লড়াই। শোকের অশ্রুকে, প্রতিশোধের অগ্নিস্ফূলিঙ্গকে শান্তিবারিতে, করুনা ধারায় রূপান্তরিত করার লড়াই। মহিমাময় মৃত্যুকে গৌরবজনক জীবনে পরিণত করার লড়াই। জাগ্রত নারীশক্তিকে স্নেহময়ী মাতৃশক্তিতে পরিণত করার লড়াই।

শক্তিরূপেন সংস্থিতা

মিঠু ঘোষাল

সুস্নাতা নামের একটি মেয়েকে আমি চিনি -
এক অনামী সৈনিকের স্ত্রী সে - ছিলো অখ্যাত এক গৃহবধূ।
সৈনিকটি যখন অবিশ্রান্তভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে.
ঠিক তখনই এক মহিলা সাংবাদিককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে
সে জানিয়েছিলো তার একান্ত চাহিদার কথা -
একটা লালশাড়ী আর এক চিমটি সিঁদূরের অধিকার -
বিশ্ববিধাতার কাছে এই মাত্র ছিলো প্রার্থনা।
বিধাতার দরবারে মঞ্জুরি পায়নি তার সেটুকু চাওয়াও।
তার শাড়ী আর সিঁথির সমস্ত লালিমা নিয়েই অস্তমিত হয়েছিলো
সেদিনের রণক্লান্ত সূর্য।
শাড়ী আর সিঁথির রং বদলের সাথে সাথেই বদলে ফেলেছিলো
সুস্নাতা তার চাহিদাকেও। - সবাইকে অবাক করে দিয়ে।
এখন সে চায় সূর্যের আলোকে চিরজীবী করতে।
চায় শান্তির পারাবত নিরন্তর উড়ে চলুক আকাশে।
শুভ্রশুচি আঁচল তার ছড়ানো আজ বিশ্ব জুড়ে।
শঙ্খবলয়হীন মুক্ত দুটি হাতও দিগন্তপ্রসারী।
শহীদপত্নী শুধুই নয়, সুস্নাতা আজ বিশ্বকর্ত্রী,জগজ্জননী।